১০.৫ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাব
The impact of globalization in the international arena

অথবা, বিশ্বায়নের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফলসমূহ
The positive and negative effects of Globalization

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়নের প্রভাবকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ করা যায়। বস্তুত বিশ্বায়নের সুফল ও কুফল নিয়ে বিতর্ক, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধের অন্ত নেই। পশ্চিমি উদারনীতিবাদের সমর্থকদের মতে, বিশ্বায়নের বেশ কিছু **ইতিবাচক দিক আছে**। নীচে সেগুলি আলোচনা করা হলো ঃ

(১) নয়া উদারনীতিবাদীদের দাবি, **বিশ্বায়নের ফলে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে**। বিশ্বায়ন ব্যক্তি, পরিবার ও কোম্পানির জন্য অধিক সমৃদ্ধি নিয়ে এসেছে। তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে উৎপাদন দক্ষতার অভাবনীয় উন্নতি বিশ্বের সমস্ত শ্রেণির মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

(২) **বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত মানুষকে মানবসমাজের বিভিন্ন সমস্যার গুরুত্ব ও প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক করা সম্ভব হয়েছে।** পরিবেশদূষণের ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে, নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতন নিয়ে, মানুষের অধিকার ও মর্যাদার অস্বীকৃতি নিয়ে, বিভিন্ন দেশের দুঃসহ দারিদ্র্য নিয়ে এবং আরও নানা প্রকার মানবিক সমস্যা নিয়ে আজ বিশ্বজুড়ে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক চলছে। এটা সম্ভব হচ্ছে বিশ্বায়নের কল্যাণে। বিশ্বায়নের কল্যাণে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে থাকা আন্দোলনগুলি (যেমন—নারীবাদী আন্দোলন, পরিবেশ আন্দোলন, মানবাধিকার আন্দোলন ইত্যাদি) সংগঠনগতভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পেরেছে এবং বিশ্বব্যাপী প্রসারিত হতে পেরেছে।

(৩) বিশ্বায়নের পশ্চিমি সমর্থকগণ দাবি করেন, **বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর (ethnic groups) মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান বেড়েছে**। এই আদানপ্রদানের ফলে জনগোষ্ঠীগুলি তাদের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এই বহুরূপী সংস্কৃতির বিকাশ (Multi-culturalism) মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করছে।

(৪) বিশ্বায়নের যুগে একদিকে জাতি-রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছে, অন্যদিকে অমিতশক্তিধর নতুন নতুন অতিজাতীয় (Trans-national) সংগঠনের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটেছে। ফলে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে এবং বহুমুখী কর্তৃত্বের (Plurality of authority) উদ্ভব ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও পছন্দের পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। ব্যক্তি এখন উপযোগিতা বিচার করে কোন্ কর্তৃত্বের প্রতি কতটা আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে তা স্থির করতে সক্ষম হয়েছে।

(৫) পরিশেষে দাবি করা হয়, বিশ্বায়নের ফলে বিশ্ব এখন বড়ো ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত। কারণ বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে যেভাবে যুদ্ধের ভয়াল পরিণতি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অহরহ সতর্ক করা হচ্ছে তাতে যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির পক্ষে শক্তিশালী বিশ্বজনমত গড়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

নেতিবাচক প্রভাবসমূহ ঃ বিশ্বায়নের যেসব ইতিবাচক প্রভাবের কথা বলা হল সেগুলি পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সমর্থকদের মত। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে, বিশেষ করে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে ওইসব যুক্তির কোনো সারবত্তা নেই। নীচে বিশ্বায়নের নেতিবাচক দিকগুলি আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্র ঃ বিশ্বায়নের যদি কিছু ভালো দিক থাকে, তার সবটুকু বিশ্বের ধনী দেশগুলি ভোগ করছে ; উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলি বিশ্বায়নের কোনো সুফলই পাচ্ছে না। ফলে বিশ্বের ধনী ও দরিদ্র দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, বিশ্বব্যাঙ্ক, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে লগ্নিপুঁজির সন্ত্রাসারণ ঘটিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি নিজেদের স্বার্থবাহী নীতিগুলি কার্যকর করে যাচ্ছে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলিকে অবাধে শোষণ করে যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলির লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়ছে এবং ঘাটতি মেটাতে তারা বিশ্বব্যাংক, আই, এম, এফ, প্রভৃতি সংস্থার কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। ঋণের পূর্বশর্ত হিসেবে **কাঠামোগত সংস্কার (Structural adjustment) কার্যকর** করার কথা বলা হচ্ছে, যার অর্থ হল শিল্পক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ, বহির্বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে দেশের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়া, দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদন, বিনিয়োগ, দাম ইত্যাদির ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা, বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। এইসবের যৌথ প্রভাবে দরিদ্র দেশগুলি সর্বস্বান্ত হচ্ছে এবং বহুজাতিক সংস্থা তথা ধনী দেশগুলির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

(খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্র ঃ বিশ্বায়নের ফলে জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা অনেকখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে। লগ্নিপুঁজির অবাধ বিচরণ ও লুণ্ঠনকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা জাতিরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে অনেকখানি ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তা ছাড়া বিশ্বায়ন ব্যবস্থার শরিক হতে গিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ওপর সরকারি ভরতুকি প্রত্যাহার করতে হয়েছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য পরিষেবামূলক কার্যে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে হয়েছে, রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ ঘটাতে হয়েছে। **নোজিক, হায়েক, ফ্রিডম্যান প্রমুখ** আধুনিক পশ্চিমি উদারনীতিবাদের প্রবক্তাগণ মুক্ত বাজার অর্থনীতির স্বার্থে সীমিত রাষ্ট্রের (Minimal State) ধারণায় আস্থাশীল। বিশ্বায়নের যুগে যেসব আন্তঃসরকারি সংগঠন এবং অতিজাতিক সংগঠন গড়ে উঠেছে, সেগুলিই বিশ্বপরিস্থিতির সমস্ত কলকাঠি নাড়ছে। এইসব সংগঠনের কাজকর্মে জাতীয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের ভূমিকা খুবই অকিঞ্চিৎকর। বিশ্বায়নের মূল লক্ষ্য হল একটি সমসত্তাবিশিষ্ট **বিশ্ব সমাজ (global society)** গড়ে তোলা ; এরজন্য প্রথমেই দরকার পড়ছে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডগত সীমাকে অতিক্রম করা। বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বায়নের প্রভাবে ভূখণ্ডীয়তা (territoriality) এবং সার্বভৌমিকতা (sovereignty)—রাষ্ট্রের এই দুটি প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বায়নের যুগে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ ঘটেছে। তবে মনে রাখতে হবে, বিশ্বায়নের যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে পরিবর্তন ঘটলেও, জাতি-রাষ্ট্রের বিলুপ্তির সম্ভাবনা এই মুহূর্তে নেই। সবশেষে মনে রাখতে হবে বিশ্বায়নের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হলেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ পশ্চিমের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির ওপর নজিরবিহীন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে।

(গ) সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ঃ বিশ্বায়নের হাত থেকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রটিও রেহাই পায়নি। বিশ্বায়নের যুগে সংস্কৃতির বাণিজ্যিকীকরণ ঘটেছে এবং এক নতুন ধরনের সংস্কৃতি (Tele-electronic culture) বিশ্বজুড়ে বিস্তার লাভ করেছে। বলা বাহুল্য, এই নতুন সংস্কৃতি পশ্চিমি ভোগবাদী সংস্কৃতির অত্যাধুনিক সংস্করণ এবং এর প্রভাবে বিশ্বের গরিব দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিপন্ন হয়ে পড়েছে। ব্রিটিশ সমাজতত্ত্ববিদ **জন টমিলসন** বলেছেন, বিশ্বায়ন ও সংস্কৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বিশ্বায়নের যুগে জাতীয় খাবার, জাতীয় পোশাক বলে কিছু থাকছে না। গায়ে জিন্সের জামা-প্যান্ট, হাতে কোল্ড ড্রিংক-এর বোতল, কানে মোবাইল, মুখে ফাস্ট ফুড এখন পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ ব্যাপার। উন্নত তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পশ্চিমি দেশগুলি বাণিজ্যের স্বার্থে নিজেদের ভোগবাদী সংস্কৃতিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংস্কৃতির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। টিভি, সিনেমা এবং অন্যান্য আধুনিক গণমাধ্যমের সাহায্যে যৌনতা ও হিংসাকে তারা

Scanned with CamScanner

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (basic instinct) বলে তুলে ধরছে। টিভি-র পর্দায় উত্তেজক ফ্যাশন-শো প্রদর্শনী, নারীর সৌন্দর্যকে বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার এবং আরও বিভিন্নভাবে তারা একটা বিকৃত সংস্কৃতিকে আদর্শ-সংস্কৃতি হিসেবে তুলে ধরছে এবং কিশোর-কিশোরীদের বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করে তুলছে। এই বিশ্বায়িত সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে মানুষ তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে জলাঞ্জলি দিয়ে উন্নত ভোগ-সুখের লালসায় বিশ্বজনীন সংস্কৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং এইভাবে তার স্বাধীন চেতনাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে।

(ঘ) পরিবেশগত ক্ষেত্র ঃ পরিবেশগত দিক থেকেও বিশ্বায়নের প্রভাব যথেষ্ট নেতিবাচক। এই বিশ্বায়নের যুগে যেভাবে শিল্পায়ন, নগরায়ণ ইত্যাদির প্রসার ঘটেছে তাতে বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশ যথেষ্টরূপে দূষিত হয়ে উঠেছে। অনেকেরই আশঙ্কা, এইভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে এই বিশ্ব আর মানুষের বাসযোগ্য থাকবে না।

(ঙ) অন্যান্য ঃ বিশ্বায়নের আরও অনেক নেতিবাচক দিক আছে। যেমন, ধরা যাক **সন্ত্রাসবাদ**-এর কথা। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নতুন কিছু বিষয় নয়। তবে বিশ্বায়নের আগে এই ধরনের কার্যকলাপ সাধারণত কোনো বিশেষ অঞ্চলে বা দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। বিশ্বায়নের যুগের উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আগের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এদের ক্ষতিসাধনের ক্ষমতাও আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বরে মার্কিন মুলুকে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের ঘটনা এব্যাপারে একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সন্ত্রাসবাদের ন্যায় বিভিন্ন **মারাত্মক রোগও** আজ জাতীয় বা আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। উদাহরণস্বরূপ এডস্ রোগের কথা উল্লেখ করা যায়। শুরুতে এই রোগ কিছু বন্দর এলাকাতে সীমিত ছিল। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে এটি খুব দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক চেহারা নিয়েছে।

উপসংহার ঃ *উপরিউক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিশ্বায়নের কিছু ইতিবাচক দিক আছে ঠিকই, কিন্তু এর নেতিবাচক প্রভাবই বেশি। তা ছাড়া এর যেটুকু ভালোর দিক আছে তার সিংহভাগই ভোগ করছে বিশ্বের ধনী দেশগুলি তাদের সুবিধাজনক অর্থনৈতিক অবস্থানের জোরে। আর গরিব দেশগুলি ক্রমশই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে, দেশের অর্থনীতিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির কাছে বিকিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। যোশেফ* ***স্টিগলিৎস****-এর মতো পশ্চিমি অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেছেন, বিশ্বায়ন পৃথিবীর অধিকাংশ গরিবদের জন্য কিছু করছে না ("Globalization is not working for many of the world's poor.")। তবে ইতিহাসের চাকাকে তো পিছন দিকে ঘোরানো যায় না। ভালো লাগুক না লাগুক, বিশ্বায়ন আজকের দিনে একটি বাস্তব ঘটনা। সুতরাং, বিশ্বায়নকে বর্জনের কথা না বলে কী করে একে মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করা যায় এবং বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় তার চেষ্টা করাই শ্রেয়।*

Scanned with CamScanner